সংযোজনী - ৬ (ক) : সামাজিক ও পরিবেশ নিরীক্ষা ছক

ছকটি পূরণ করলে সেটি সামাজিক ও পরিবেশগত নিরীক্ষা প্রতিবেদন হবে। এটি অবশ্যই সংযোজনী হিসাবে প্রকল্প দলিলের অন্তর্ভূক্ত হবে। ৬টি প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেবেন জানার জন্য *Social and Environmental Screening Procedure এবং Toolkit দেখুন।*

প্রকল্পের তথ্যঃ

১. প্রকল্প শিরোনাম	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনে নারী ও কিশোরীদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
২. প্রকল্প **নম্বর**	প্রয়োজ্য নয়
৩. অবস্থান (বৈশ্বিক/ অঞ্চল/ দেশ)	বাংলাদেশ

অংশ-কঃ সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য মূল আদর্শে একীভূত হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন- ১। কিভাবে প্রকল্পটি সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য মূল আদর্শ একীভূত করে **?**
প্রকল্পে কিভাবে মানবাধিকারকে মূলধারায়ন করা হয়েছে তা নিচে বর্ণনা করা হলঃ
প্রকল্পটিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় ছয়টি জেলায় গ্রামাঞ্চলের জন্য একটি নির্দিষ্ট মানবাধিকার ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি রয়েছে। প্রকল্পটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আর্থসামাজিক দলের উপর গুরুত্ব দিবে; নারী ও অতিদরিদ্র পরিবারের কিশোরী মেয়েরা প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জিবিকার মত মৌলিক অধিকার অর্জন করবে।

প্রকল্পটি সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি ৪০,০০০ অতি ঝুঁকিপূর্ণ নারী ও ১৭,০০০ কিশোরীকে নগদ অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তাদের দারিদ্র থেকে বের করে আনার চেষ্টা করবে এবং সারা বছর বিনামূল্যে সুপেয় পানি সরবরাহ করবে। এই কাজগুলোর মাধ্যমে ঐসব নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন করা হবে, যারা বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের মধ্যেও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়। নগদ সহায়তার পাশাপাশি তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে তারা আর্থ-সামাজিকভাবে **স্বনির্ভর** ও **স্বাধীন** হতে পারে। প্রকল্পের ক্ষমতায়ন কর্মসূচিটি তাদের পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম করে তুলবে।

প্রকল্পটি বিভিন্ন স্থানীয় সরকার দফতরের সাথে উপকারভোগীদের যোগাযোগ গড়ে তুলতে অনুঘটকের কাজ করবে, ফলে এইসব স্থানীয় সরকারের দফতরগুলো মানুষের চাহিদা ও অধিকারের প্রতি আরো সংবেদনশীল হয়ে উঠবে। একই সাথে প্রকল্পটি নিশ্চিত করবে যেন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। প্রকল্প ইতিবাচক বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করবে এবং সমাজের সবচেয়ে বঞ্চিত, প্রান্তিক ও দরিদ্রতম মানুষদের প্রকল্পভূক্ত করবে। ফলে তত্ত্বগতভাবে ও বাস্তবে এই প্রকল্পের পক্ষে মানবাধিকার লংঘন করা কোনভাবেই সম্ভব হবেনা। অন্যদিকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষসহ সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ, প্রতিবন্ধীসহ এই ধরনের লক্ষভূক্ত মানুষেরা নিজেদের আর্থিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলোর পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠতে পারবে।

যদিও এই এলাকায় মানবাধিককার লংঘনের ঘটনা রয়েছে (যেমনঃ নারী বিরুদ্ধে সহিংসতা), কিন্তু এই প্রকল্পে মানবাধিকার লংঘন করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়াও এই প্রকল্পে যতটা সম্ভব মানবাধিকার লংঘন মোকাবিলায় কাজ করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রকল্পে জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিশ্বাসটি লালন করা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা সহ অন্যান্য বিষয়ে মানবাধিকার লংঘন কমে আসবে। বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রকোপ কমবে। প্রকল্পে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পটি কিভাবে জেন্ডার পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন করবে নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন ?

এটি একটি জেন্ডার ভিত্তিক কর্মসূচি, এখানে সমাজিক কাঠামোর সবচেয়ে প্রান্তিক, সবচেয়ে বঞ্চিত চুড়ান্ত বৈষম্যের শিকার নারী ও কিশোরীদের সহায়তা করা হবে। প্রকল্পটি সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোকে লক্ষভূক্ত করবে যেখানে নারী ও কিশোরীরা এমনিতেই দ্বিগুন প্রান্তিক ও অসম আচরণের শিকার। সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোর নারী ও কিশোরীদের সমাজের মূলধারার সাথে সংযুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করাই এই প্রকল্পের লক্ষ। নারী ও কিশোরীদের জন্য নির্ধারিত প্রধান করনীয় ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উপাদানগুলো অনেকগুলো জেন্ডারগত বৈষম্য-যেমন, দুর্বল **স্বাস্থ্য**, অপুষ্টি, কম আয় এবং অসম ও সহিংস সামাজিক প্রথা, যেগুলো নারী ও কিশোরীদের এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য প্রতিকূল, অপসারনের জন্য কাজ করবে। অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি বহির্ভূত অধিকার এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে এই প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা প্রতিষ্ঠায় কাজ দৃশ্যমান করে তুলবে। ঝুঁকিপ্রবণ পরিবেশের মধ্যেও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবনজীবিকা, খাবার, পানি ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মকান্ড **সমন্বিত** করার সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়িত করে তুলবে, ফলে তারা আরো বেশি করে বাইরের আঘাত সহনীয় হয়ে উঠবে।

এছাড়া বিনামূল্যে পানি সরবরাহ কার্যক্রম নারী ও কিশোরীদের এমন একটি সম্পদে অভিগম্যতা দেবে যা তাদের কখনো ছিলনা। নিয়মিত অনিরাপদ পানি পান করার ফলে যে **স্বাস্থ্য** সমস্যা দেখা দিত তা থেকে তারা মুক্তি পাবে।

সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করুন প্রকল্পটি কিভাবে পরিবেশগত ধারণক্ষমতাকে মূলধারায়ন করবে ?

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ছয়টি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। জেলাগুলো দুর্যোগ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের দ্বারা গুরুতরভাবে প্রভাবিত। প্রকল্পের এমন কোন অংশ নেই যার দ্বারা পরিবেশে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বরং প্রকল্পটি ভূগর্ভস্থ লবনাক্ত পানি উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনবে, যা ক্রমবর্ধমান লবনাক্ততা ও সমুদ্রতল উচু হবার কারনে ঝুঁকিতে রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটির পরিবেশের উপর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পটি বিদ্যুৎ চালিত লবনমুক্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করবে না, কেননা পরিবেশের উপর এই প্রক্রিয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

ছয়টি জেলায় যে পরিমান বৃষ্টির পানি ধরা হবে তা ২০০০ মিমি বৃষ্টিপাতের সমান এবং এই পরিমান বৃষ্টির পানি উপকারভোগীদের সারাজীবন ৩২ ডলার মূল্যে খাবার পানির যোগান দেবে। বৃষ্টির পানি ধরার প্রক্রিয়াটির পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব নেই এবং অফুরন্ত। তার উপরে বৃষ্টির পানি ট্যাংক উপচে পড়লে অতিরিক্ত পানি ভূগর্ভস্থে প্রবেশ করিয়ে সেখানকার লবনাক্ততা কমানো সম্ভব। যেমন- প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ভূমিকা থাকবে, যে পরিবেশে তাদের বাস সেটা উন্নত করা হবে। এভাবেই প্রকল্পটি এলাকার মানুষের জীবনমানের ও পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাবে।

অংশ-খঃ সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও পরিচালনা করা

প্রশ্ন ২ঃ সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিগুলো কি কি ?	**প্রশ্ন ৩ঃ সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিগুলোর সাম্ভব্য তাৎপর্য কি কি ?**	**প্রশ্ন ৬ঃ সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো (মাঝারি থেকে উচ্চ) মোকাবেলা করার জন্য কি কি পরিবেশগত মূল্যায়ন ও পরিচালনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং/বা প্রয়োজন ?**
নোটঃ সংযোজনী ১ এ চিহ্নিত সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন (যে কোন 'হ্যা' সাড়ার উপর ভিত্তি করে)। সংযোজনী ১ এ যদি কোন ঝুঁকি চিহ্নিত না হয়ে থাকে তাহলে লিখুন 'কোন ঝুঁকি চিহ্নিত হয়নি' এবং প্রশ্ন চারে যেয়ে 'মৃদু ঝুঁকি' নির্বাচন করুন। প্রশ্ন ৫ ও	*নোটঃ প্রশ্ন ৬ এর উত্তর দেবার আগে নিচে প্রশ্ন ৪ ও ৫ এর উত্তর দিন।*	

৬ মৃদু ঝুঁকির জন্য প্রযোজ্য নয়।				
ঝুঁকির বিবরণ	***প্রভাব ও আশংকা (১-৫)***	***তাৎপর্য (মৃদু, মাঝারি, উচ্চ)***	***মন্তব্য***	***প্রকল্প ডিজাইনে মূল্যায়ন ও পরিচালনা ব্যবস্থার যে প্রতিফলন ঘটেছে, তার বিবরণ। যদি ESIA বা SESA প্রয়োজন হয়, মনে রাখতে হবে যে মূল্যায়নটি সম্ভাব্য সকল প্রভাব ও ঝুঁকি আমলে নেবে।***
ঝুঁকি ১: বৃষ্টির পানি ধরার ট্যাংক স্থাপন।	প্রভাব = ১ সম্ভাবনা=১	মৃদু	প্রকল্প অনুযায়ী সরকারি ভবনগুলোতে ১৩৫০ টি খুব বড় ট্যাংক স্থাপন করা হবে। ট্যাংকগুলো স্থাপনকালে ভিত্তিভূমি তৈরি করার জন্য পলি সরানোর প্রয়োজন হতে পারে। প্রকল্প অতিরিক্ত পাইপ স্থাপন ও খোড়াখুড়ির জন্য বেশ কিছু বর্জ্য তৈরি হবার আশংকা রয়েছে, যদিও নির্মান কাজের অধিকাংশ আগেই এবং অন্যত্র করা হবে।	নির্মানের আগেই পরিপূর্ণ ভাবে সম্ভাব্য সকল নির্মান স্থানের মূল্যায়ন করা হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণের সঠিক পরিমান নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এতে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমান কমে আসবে। এছাড়াও কোন রকম খোড়াখুড়ি যা এখন ছোট মনে হচ্ছে, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্গত ভূমিক্ষয় ও পলি নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা দিয়ে যাচাই করা হবে। এভাবে যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহন করার ফলে নির্মান কাজের কোন

				রকম বিরূপ প্রভাব পড়বেনা বলে ধরে নেয়া হচ্ছে।
ঝুঁকি ২: বৃষ্টির পানি ধরার ট্যাংক স্থাপনের সময় পলি অপসারণ।	প্রভাব = ১ সম্ভাবনা=১	মৃদু	বৃষ্টির পানির ট্যাংক স্থাপনের সময় ট্যাংকের জন্য একটি সমতল প্যাড তৈরির জন্য মাটি কাটার কাজ করতে হতে পারে। মাটির কাজ করার সময় যে পলি জমা হবে তার সঠিক ব্যবস্থাপনা না করলে হয় শুকনা মৌসুমে ধূলার সৃষ্টি করবে, নয়তো বর্ষাকালে বৃষ্টির পানির সাথে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।	বৃষ্টির পানি ধরার ট্যাংক স্থাপনের কাজটি অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক কোম্পানি দিয়ে করানো হবে। যারা একই সাথে স্থানীয় কর্মীদের এধরণের ট্যাংক বানানো শিখিয়ে দেবে। নিশ্চিত করতে হবে কাজের সময় যেন পলি ছড়িয়ে পড়ে বিরূপ প্রভাবের সৃষ্টি না করে। একটি পলি নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা করতে হবে এবং প্রয়োজনে পলি নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রাচীর দিতে হবে। এছাড়াও মাটির কাজ শুকনা মৌশুমে করতে হবে এবং পর্যাপ্ত নিছিদ্রকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে পলি ছড়িয়ে পড়তে না পারে। শুধু মাত্র পলি নিয়ন্ত্রন প্রাচিরের উপর নির্ভর না করে দ্রুত ভিত্তি নির্মান করতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলো নিতান্তই স্থানীয়ভাবে গ্রহণ ও সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

ঝুঁকি ৩: বিদ্যমান পানির উৎসগুলোর দূষণ।	প্রভাব = ১ সম্ভাবনা=১	মৃদু	বৃষ্টির পানির ট্যাংক স্থাপনের সময় ট্যাংকের জন্য একটি সমতল প্যাড তৈরির জন্য মাটি কাটার কাজ করতে হতে পারে। রাসায়নিক পদার্থ, পরিশোষক, ভারী ধাতু ও অন্যান্য বস্তু বিদ্যমান পলির সাথে নির্গমনের আশংকা রয়েছে এবং এভাবেই নির্মান কাজের সময় পানি প্রবাহের পথ ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সংক্রমিত হতে পারে।	উপরের ব্যবস্থাদির সাথে সাথে, সংক্রামক পদার্থগুলো যেন পানি প্রবাহের পথ ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকে সংক্রামিত করতে না পারে, পলির ছড়িয়ে পড়া বন্ধ নিশ্চিত করতে একটি পানির মান মনিটরিং পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং একটি ভূমিক্ষয় ও পলি নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। এর সাথে চলাফেরা ও পরিকল্পনার সম্পর্ক রয়েছে, কাজেই বর্ষাকালে কোন নির্মান কাজ করা হবেনা। বৃষ্টিপাতের আশংকা থাকলে খনন কাজের আগেই পলির স্তরের নিচে যথাযথ আচ্ছাদন দেয়া হবে যাতে ভূগর্ভস্থ স্তরে পলি চোয়ানো বন্ধ করা যায়। সম্ভাব্য প্রভাবগুলো চিহ্নিত করার জন্য উৎস্যস্থলেই পানির গুনাগুন পরিক্ষা করা হবে যেন ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপগুলো ঘটনার আগেই নেয়া যায়।
ঝুঁকি ৪: নির্মান কাজের শব্দ	প্রভাব = ১	মৃদু	নির্মান যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শব্দ উৎপন্ন হবে। এটা স্থানীয়	নির্মান ঠিকাদার কোন রকম স্পর্শকাতর শব্দগ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে,

	সম্ভাবনা=১		জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।	এমনকি স্থানীয়দের মতামতও নিতে পারে । পানির ট্যাংক নির্মানের জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও প্যাড নির্মানের জন্য ব্যবহৃত ছোট ছোট যন্ত্র থেকে তুলনামূলক কম শব্দ তৈরি হবে। এই শব্দের কোন প্রভাব লক্ষ করা গেলে তা কমানোর জন্য প্রয়োজনে শব্দ প্রতিরোধক স্থাপন করতে হবে।
ঝুঁকি ৫: পূর্ব সতর্কীকরণ পদ্ধতি স্থাপন	প্রভাব = ১ সম্ভাবনা=১	মৃদু	প্রকল্পটি বেশ কয়েকটি স্থানে পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করবে। অবকাঠামো স্থাপনের সময় কিছু গাছপালা কাটার প্রয়োজন হতে পারে এবং কিছু পলিও স্থানচ্যুত হতে পারে। এছাড়াও পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থার থাম এবং তার ভিত্তি স্থাপনের জন্য কংক্রিট থেকে কিছু আবর্জনা তৈরি হতে পারে।	ব্যবস্থাটি স্থাপনের আগেই প্রতিটি স্থানের যথার্থতা নিরূপনের জন্য স্থান মূল্যায়ন করা হবে। শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উপকরণটুকুই নির্মান স্থানে নেয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয় হবে, এতে আবর্জনার পরিমান কমে আসবে। এছাড়া কোন খনন কাজ যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে কঠোর মনিটরিং করা হবে (যেমন- থামটির কংক্রিট ভিত্তি স্থাপনের জন্য ছোট একটি গর্ত) , এজন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ভূমিক্ষয় ও পলি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যবহার করা হবে।

				এভাবেই, যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে যে প্রকল্পের কোন অংশের বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত কোন প্রভাব পড়বে না।
ঝুঁকি ৬: বর্জ্য উৎপাদন	প্রভাব = ১ সম্ভাবনা=১	মৃদু	বৃষ্টির পানি ধরার ট্যাংক নির্মান ও স্থাপনের ফলে বর্জ্য উৎপন্ন হতে পারে।	ট্যাংকগুলো হল পানি ধারক, বর্জ্যের প্রভাব খুবই সামান্য হবে।
ঝুঁকি ৭: উপকারভোগী নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ	প্রভাব = ১ সম্ভাবনা=১	মৃদু	নারীদের মনে করার আশংকা আছে যে তারা নির্বাচিত হবার শর্তাদি পূরন করতে পারছে না। অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে ভুল করে নারী বা কিশোরীদের নির্বাচন করলে প্রকল্পের সহায়তাগুলো উদ্দেশ্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়বে।	বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে এমন একই ধরণের কর্মসূচিগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের শর্তাদি অনমনীয় করে তৈরি করা হয়েছে। কোন কারণে যদি একজন নারী বা কিশোরী মনোনীত না হন, তিনি অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।
ঝুঁকি ৮ নেই	প্রভাব = ১ সম্ভাবনা=১			
ঝুঁকি ৯: নগদ লেনদেনের	প্রভাব = ১	মৃদু	অতিদরিদ্র ও বিপদাপন্ন নারীদের	কর্মী ও উপকারভোগীরা যথাযথ নিরাপত্তা

নিরাপত্তাহীণতা	সম্ভাবনা=১		কাছে নগদ অর্থ হস্তান্তরের ঝুঁকি রয়েছে। প্রকল্পের কোন কোন এলাকায়, বিশেষ করে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় নারীদের উপর ডাকাতি হতে পারে।	ব্যবস্থা নিলে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। নারী ও কিশোরীরা টাকা পাবেন ইলেকট্রনিক ক্যাশ ট্রান্সফারের মাধ্যমে, কাজেই ডাকাতির আশংকা এমনিতেই কমে যাচ্ছে।
ঝুঁকি ১০: সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য	প্রভাব = ১ সম্ভাবনা=১	মৃদু	এই ছয়টি জেলায় প্রচুর সংখ্যায় অতি দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বাস করেন, যারা প্রায়শঃই অন্যদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হন। এইসব এলাকায় অদি দরিদ্য হিন্দুরাও বসবাস করেন।	নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে যে উপকারভোগী নির্বাচন ধর্মীয় বা অন্যকোন বৈষম্যমূলক শর্তে হবেনা।
	প্রশ্ন ৪: প্রকল্পের ঝুঁকির শ্রেণীবিন্যাসটি কেমন ?			
	যেকোন একটি নির্বাচন করুন			মন্তব্য
		কম ঝুঁকি	≥	
		মাঝারি ঝুঁকি	≥ X	প্রকল্প চলাকালে যদি যথাযথ প্রশমন ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাহলে সমগ্র প্রকল্পকালে প্রকল্পটির পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি খুবই সামান্য।

	উচ্চ ঝুঁকি	≥	
	প্রশ্ন ৫: চিহ্নিত ঝুঁকি ও ঝুঁকির শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করে SES এর কোন অংশটুকুর প্রয়োজনীয়তা প্রাসংগিক ?		
	প্রযোজ্য সবগুলো পরিক্ষা করুন		মন্তব্য
	নীতিমালা ১: মানবাধিকার	≥	প্রকল্পটি আর্থ-সামাজিকভাবে সবচেয়ে বিপদাপন্ন দলের জন্য একটি জলবায়ু বিষয়ক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ব্যবস্থা করেছে, যেমন- অতি দরিদ্র পরিবারের নারী ও কিশোরী। প্রকল্পটি ইতিবাচক বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করেছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বঞ্চিত, প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। ফলে নীতিগতভাবে ও বাস্তবে প্রকল্প দ্বারা মানবাধিকার লংঘণ সম্ভব নয়।
	নীতিমালা ২: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন	X	বাংলাদেশের পুরুষ শাষিত সমাজ কর্তৃক নারীর প্রতি সুদীর্ঘ সময়ের বৈষম্য অপসারণের জন্য, প্রকল্পে সবচেয়ে বিপদাপন্ন ও দরিদ্র পরিবারের নারী ও

			কিশোরীদের সরাসরি লক্ষভূক্ত করা হয়েছে।
	১. জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	X	প্রকল্পে এমন কোন অংশ নেই যা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বরং প্রকল্পটি ভূগর্ভস্থ লবনাক্ত পানির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনবে, যা ইতিমধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান লবনাক্ততার জন্য গুরুতর চাপের মধ্যে আছে। এছাড়াও প্রকল্পটি বৈদ্যুতিক উপায়ে লবন দূর করার পদ্ধতি ব্যবহার করবে না, পরিবেশের উপর যেগুলোর বিরূপ প্রভাব রয়েছে।
	২. জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন	X	প্রকল্পের কাজকর্ম থেকে কোন ক্ষতিকর কার্বন নিঃসরণ হবেনা। প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো ব্যবহৃত হবে, যেমন- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ১২,৫০,০০০ মানুষের জন্য ইতিবাচক সুবিধা বয়ে আনবে।
	৩. **জনস্বাস্থ্য,** নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ	X	নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের মাধ্যমে

			জনগোষ্ঠীর **স্বাস্থ্য** ও নিরাপত্তা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ইতিবাচক ভূমিকা থাকবে, এর ফলে মানুষের আয়ু ও আয় বাড়বে, এভাবেই প্রকল্পটি পরিবেশ ও জনগোষ্ঠীতে মূল্যবান অবদান রাখবে।
	৪. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	≥	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপরে প্রকল্পটির কোন প্রভাব নেই।
	৫. স্থানচ্যুতি ও পুর্নবাসন	≥	প্রকল্পে স্থানচ্যুতি ও পুনর্বাসনের বিষয়ে কোন কর্মসূচি নেই।
	৬. আদিবাসী	≥	প্রকল্পে ১১৭০ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবার রয়েছে, কিন্তু তাদের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব নেই।
	৭. দূষণ প্রতিরোধ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার	≥	প্রকল্পটি কোনভাবেই দূষণ বাড়াবে না

এখানেই শেষ করা হলঃ

স্বাক্ষর	**তারিখ**	**বিবরণ**
Reis Lopez Rello Regional Technical Specialist	**১-জুন-২০১৬**	ইউএনডিপির কর্মী এই প্রকল্পের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন, সাধারণত একজন প্রোগ্রাম অফিসার এই দায়িত্ব পালন করেন। চুড়ানত্ম **স্বাক্ষর** নিশ্চিত করে তিনি এটি দেখেছেন

		এবং নিশ্চিত করে যে SESP যথেষ্ট মাত্রায় পরিচালনা করা হয়েছে।
Nick Beresford **Deputy Country Director** **UNDP Bangladesh**	**২৭-জুন-২০১৬**	ইউএনডিপি PAC**'র** সভাপতি। কোন কোন ক্ষেত্রে PAC**'র** সভাপতি QA অনুমোদনকারীও হতে পারেন। চুড়ান্ত **স্বাক্ষর** নিশ্চিত করে SESP কে প্রকল্প প্রস্তাবনার অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং PAC**'এ** সুপারিশের জন্য গৃহীত হয়েছে।

SESP সংযুক্তি ১: সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি বাছাই করার চেকলিস্ট

সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকির চেকলিস্ট	
নীতিমালা ১: মানবাধিকার	**উত্তর (হ্যা/না)**
১. ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের এবং বিশেষ করে প্রান্তিক দলগুলোর মানবাধিকার (নাগরিক সুবিধা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক) পরিস্থিতির উপর প্রকল্পটি কি কোন বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ?	না
২. এমন কোন আশংকা আছে কি যে প্রকল্পটির ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র বা প্রান্তিক বা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা দলের উপর অসম বা বৈষম্যমূলক প্রভাব আছে ?	না
৩., প্রকল্পটি কি প্রান্তিক ব্যক্তি বা দলের জন্য সম্পদ ও সেবাতে অভিগম্যতা ও প্রাপ্যতা সীমাবদ্ধ করে তুলতে পারে ?	না
৪. এমন কোন আশংকা আছে কি প্রকল্পটি কোন ক্ষতিগ্রস্থ স্টেকহোল্ডারকে বিশেষ করে প্রান্তিক দলের, সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রক্রিয়া থেকে পুরোপুরি বিরত রাখতে পারে- যে সিদ্ধান্ত তাকে প্রভাবিত করতে পারে ?	না
৫. দায়িত্ব প্রাপ্তরা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না, প্রকল্পে এমন কোন ঝুঁকি আছে কি ?	না
৬. এমন কোন ঝুঁকি আছে কি, যেখানে মানুষ তাদের অধিকার দাবী করতে পারবে না ?	না
৭. স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে কি এমন অধিকার দেয়া হয়েছে যাতে তারা স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভূক্তির সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারেন ?	না
৮. এমন কোন ঝুঁকি আছে কি যেখানে প্রকল্পটি আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বা ব্যাক্তির মধ্যে বিরোধ বা সন্ত্রাসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে ?	না
নীতিমালা ২: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন	
১. প্রস্তাবিত প্রকল্পটির জেন্ডার সমতার এবং/বা নারী ও কিশোরীদের বর্তমান অবস্থার উপরে কোন বিরূপ প্রভাব আছে?	না
২. প্রকল্পটি কি নারীদের জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে, বিশেষ করে সুযোগ-সুবিধাদিতে অভিগম্যতা বা এগুলোর ডিজাইন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ?	হ্যাঁ
৩. নারী দলগুলো/নেতারা কি স্টেকহোল্ডার নির্ধারণের সময় প্রকল্পের জেন্ডার সমতা বিষয়ে	না

উদ্বেগ জানিয়েছেন এবং এটা কি সমগ্র প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ঝুঁকি নিরূপনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে **?**	
৪. প্রকল্পটি কি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার, সুরক্ষা ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে নারীর সহজাত ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্থ করছে, এক্ষেত্রে পরিবেশগত সম্পদ ও সেবাতে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও অবস্থান বিবেচনায় নিতে হবে **?**	না
নীতিমালা ৩: পরিবেশগত স্থায়ীত্ব: পরিবেশগত ঝুঁকি বিষয়ক প্রশ্ন বাছাই করার সময় নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে হবে- প্রাসংগিক প্রশ্ন নিচে দেয়া হল:-	
মান ১: জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	
১.১ প্রকল্পটি কি এলাকায়/আবাসস্থলে (যেমন - পরিবর্তিত, **স্বাভাবিক**, ও সংকটপূর্ণ) এবং/বা প্রতিবেশ ব্যবস্থা এবং তার সেবার উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে	না
১.২ প্রকল্পের কোন কর্মকান্ড কি সংকটপূর্ণ আবাসের এবং/বা পরিবেশগত ভাবে স্পর্শকাতর কোন স্থানে বা আইনগত ভাবে সংরক্ষিত এলাকাসহ (যেমন- সংরক্ষিত বন, জাতীয় পার্ক), সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত এলাকা, বা এধরনের এলাকা বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে এবং/বা আদিবাসী বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি করার প্রস্তাব করা হয়েছে **?**	না
১.৩ যেসব ভূমি ও সম্পদ ব্যবহার করলে জনবসতি, প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও/বা জীবনজীবিকার উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে, প্রকল্পে কি এগুলো অনন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে **?** (নোট: যদি ভূমিতে অভিগম্যতা প্রযোজ্য হয়, মান ৫ দেখুন)	না
১.৪ প্রকল্পের কাজকর্ম কি বিপন্ন প্রজাতির প্রতি ঝুঁকি **স্বরূপ ?**	না
১.৫ প্রকল্পটিতে কি বিদেশী রাক্ষুসে প্রজাতি নিয়ে আসার ঝুঁকি থাকবে **?**	না
১.৬ প্রকল্পটি কি প্রাকৃতিক বন, কৃত্রিম বনায়ন বা পুনঃবনায়নকে অনন্তর্ভূক্ত করবে **?**	না
১.৭ প্রকল্পটি কি মাছ ও জলজ প্রাণীর উৎপাদন এবং/বা আহরণকে অনন্তর্ভূক্ত করবে **?**	না
১.৮ প্রকল্পটি কি ভূউপরিস্থ বা ভূগর্ভস্থ পানির অর্থপূর্ণ নিস্কাশন, অপসারণ বা সংবরণকে অনন্তর্ভূক্ত করেছে **?** উদাহরণ হিসাবে, বাধ নির্মান, জলাধার নির্মান, নদী খনন, ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, ইত্যাদি	না
১.৯ প্রকল্পটি কি জেনেটিক সম্পদের ব্যবহার অন্তর্ভূক্ত করেছে **?** (যেমন- সংগ্রহ এবং/বা ফসল, বানিজ্যিক উন্নয়ন)	না
১.১০ প্রকল্পটি কি আন্তদেশীয় বা বৈশ্বিক পরিবেশগত প্রতিকূল উদ্বেগ তৈরি করবে **?**	না

১.১১ প্রকল্পটি কি গৌন বা অনুবর্তী উন্নয়ন কর্মকান্ড বয়ে আনবে, যা প্রতিকূল সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের দিকে নিয়ে যাবে, অথবা এটা এলাকার বিদ্যমান বা পরিকল্পিত কার্যক্রমে ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব তৈরি করবে **?** উদাহরণ হিসাবে- বনভূমির মধ্য দিয়ে কোন নতুন রাসত্মা সরাসরি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব তৈরি করবে **(** যেমন- গাছ কাটা, মাটি খনন, বনের বাসিন্দাদের পুনর্বাসন**)**। নতুন রাস্তাটি অবৈধ দখলকারীদের ভূমি দখলে প্ররোচিত করবে বা স্পর্শকাতর এলাকায় অপরিকল্পিত বানিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটাবে। এগুলো পরোক্ষ, গৌণ বা চাপিয়ে দেয়া প্রভাব কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। তদুপরি বনাঞ্চলে যদি ছোট আকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়, তাহলে নানাধরনের কাজের (এমনকি এই প্রকল্পের কাজ না হলেও) পূঞ্জীভূত প্রভাবগুলো বিবেচনায় নিতে হবে।	না
মান ২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন	
২.১ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাবে, না জলবায়ু পরিবর্তনের হার বাড়িয়ে দেবে **?**	না
২.২ প্রকল্পের সম্ভাব্য ফলাফল কি জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাবের প্রতি স্পর্শকাতর বা বিপদজনক হবে **?**	না
২.৩ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এখন বা পরে জলবায়ু পরিবর্তনের সামাজিক ও পরিবেশগত বিপদাপন্নতা বাড়িয়ে তুলবে **?** উদাহরন হিসাবে - ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার পরিবর্তন প্লাবনভূমির পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে, জলবায়ু পরিবর্তনে জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বাড়িয়ে তোলার আশংকা রয়েছে, বিশেষ করে বন্যার আশংকা রয়েছে।	না
মান ৩: জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ	
৩.১ প্রকল্পের বিভিন্ন নির্মান কাজ, পরিচালনা বা কোন কর্মসূচি বা স্থাপনা বন্ধ করে দিলে তা কি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করবে **?**	না
৩.২ প্রকল্পটি কি যানবাহন, স্টোরেজ, এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক পদার্থ ব্যবহার এবং/বা নিস্ক্রিয় করে জনগোষ্ঠীর **স্বাস্থ্য** ও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করছে **(** যেমন- বিস্ফোরক, জ্বালানি এবং নির্মান ও পরিচালনা কালে ব্যবহৃত অন্যান্য রাসায়নিক**) ?**	না
৩.৩ প্রকল্পে কি বড় আকারের অবকাঠামো তৈরি করার পরিকল্পনা আছে **(** যেমন- বাধ, রাসত্মা, ঘরবাড়ি**) ?**	না

৩.৪ প্রকল্পের অবকাঠামোগত ব্যর্থতা কি জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকি বয়ে আনবে **?** (যেমন- ভবন বা অবকাঠামো ভেঙে পড়া)	না
৩.৫ প্রসত্মাবিত প্রকল্পটি কি ভূমিকম্প, ভূমির অবনমন, ভূমিধ্বস, ভূমিক্ষয়, বন্যা বা চরম ভাবাপন্ন জলবায়ুর বিপদাপন্নতা বড়িয়ে তুলতে পারে **?**	না
৩.৬ প্রকল্পটি কি **স্বাস্থ্য** ঝুঁকি বাড়ার সাম্ভাব্য কারণ হতে পারে **?** (যেমন- পানি বা জীবানু/পোকামাকড় বাহিত রোগ বা এইচআইভি/এইডসের মত সংক্রামক রোগ)	না
৩.৭ নির্মান কাজ ও পরিচালনা চলা কালে, বা বন্ধ করে দিলে এই প্রকল্পের কাজগুলো কি ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক এবং তেজস্ক্রিয়তার দিক থেকে মানুষের পেশাগত **স্বাস্থ্য** ও নিরাপত্তার প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে **?**	না
৩.৮ প্রকল্পটি কি এমন কোন কাজ বা জীবনজীবিকা সমর্থন কররবে যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবেনা **?** (যেমন- আইএরও' র মৌলিক কনভেনশনের নীতিমালা ও মমানসমূহ)	না
৩.৯ প্রকল্পে যে নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়োগ করা হবে তারা কি এলাকার জনগোষ্ঠী বা মানুষের **স্বাস্থ্য** ও নিরাপত্তার প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি করবে (পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহিতার অভাবে) **?**	না
মান ৪: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য	
৪.১ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি স্থান, কাঠামো, বা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, শিল্প সম্মত, ঐতিহ্য বা ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অস্পর্শনীয় সাংস্কৃতিক বিষয়ের (জ্ঞান, সৃষ্টি, প্রথা) প্রতি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে **?** (নোটঃ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য গৃহীত প্রকল্পেরও বিরূপ প্রভাব থাকতে পারে)।	না
৪.২ প্রকল্পে কি দৃশ্যমান এবং/বা অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বানিজ্যিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে **?**	না
মান ৫: স্থানচ্যুতি ও পুনর্বাসন	
৫.১ প্রকল্পটি কি অস্থায়ী বা স্থায়ী ভাবে পুরোপুরি বা আংশিক প্রাকৃতিক স্থানচ্যুতির সাথে জড়িত **?**	না
৫.২ প্রকল্পের ফলে কি অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিতে পারে **?** (যেমন- সম্পদের ক্ষতি, ভূমি অধিগ্রহণের ফলে সম্পদে অভিগম্যতা হ্রাস, বা অভিগম্যতা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া, এমনকি প্রাকৃতিক স্থানচ্যুতি ছাড়াও)	না

৫.৩ প্রকল্পটি কি জোর করে উচ্ছেদ করবে এমন কোন আশংকা আছে **?**	না
৫.৪ প্রস্তাবিত প্রকল্পটির কি জমির বর্গা ব্যবস্থা এবং/বা জমির জনগোষ্ঠী ভিত্তিক মালিকানা/জমিতে প্রথাগত মালিকানা, সীমানা এবং/বা সম্পদে সম্ভাব্য প্রভাব রয়েছে **?**	না
মান ৬: আদিবাসী	
৬.১ প্রকল্প এলাকায় কি আদিবাসী আছে **(** প্রকল্পের প্রভাবাধীন এলাকাসহ**) ?**	হ্যাঁ
৬.২ প্রকল্পটি বা এর কোন অংশ আদিবাসীদের জমির উপর স্থাপন করার আশংকা আছে **?**	না
৬.৩ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আদিবাসীদের মানবাধিকার, জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, এলাকা ও ঐতিহ্যবাহী জীবনজীবিকাকে প্রভাবিত করবে **? (** আদিবাসীরা এই এলাকার আইনগতভাবে বৈধ অধিকারী হোক বা না হোক, প্রকল্পটি আদিবাসী এলাকায় অবস্থিত হোক বা না হোক, অথবা আদিবাসী জনগোষ্ঠীটি সরকার কর্তৃক আদিবাসী হিসাবে **স্বীকৃতি** পাক বা না পাক)। যদি বাছাই প্রশ্ন ৬.৩ এর উত্তর হ্যা হয়, ঝুঁকির সম্ভাব্য প্রভাব মারাত্মক এবং/বা সংকটময় বিবেচিত হলে প্রকল্পটিকে মাঝারি বা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হবে**)**	না
৬.৪ আদিবাসীদের অধিকার ও **স্বার্থ**, জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ, এলাকা ও ঐতিহ্যবাহী জীবনজীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে, FPIC উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে এমন সাংস্কৃতিকভাবে যথাযথ আলোচনা করা হয়নি/ঘাটতি আছে **?**	না
৬.৫ আদিবাসীদের দাবীকৃত জমি এবং সীমানার প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও বানিজ্যিক উন্নয়নের সাথে কি প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জড়িত থাকবে **?**	না
৬.৬ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে কোন সম্ভাব্য বা জোরপূর্বক আংশিক শারিরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে উচ্ছেদের আশংকা রয়েছে, এমন কি জমি, এলাকা ও সম্পদে অভিগম্যতা বাধাগ্রস্থ করার মাধ্যমে **?**	না
৬.৭ আদিবাসীরা যেভাবে উন্নয়নের অগ্রধিকার ক্রম নির্ধারণ করেন প্রকল্পটি কি তা বাধাগ্রস্থ করবে **?**	না
৬.৮ প্রকল্পটি কি আদিবাসীদের শারিরিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে টিকে থাকার প্রকি হুমকি সৃষ্টি করবে **?**	না
৬.৯ প্রকল্পটি কি আদিবাসীদের সাংস্কৃতি ঐতিহ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, এমনকি তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও প্রথার বানিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে **?**	না
মান ৭: দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা	

৭.১ প্রকল্পটি কি নিয়মিত বা অনিয়মিত দৈন্দদিন কর্মকান্ডের কারনে পরিবেশ দূষণকারী বস্তু নির্গত করতে পারে, যা স্থানীয়, আঞ্চলিক বা আন্তদেশীয় পর্যায়ে প্রভাব ফেলতে পারে ?	না
৭.২ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি বর্জ্য তৈরি করবে (ঝুঁকিপূর্ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ নয় দুধরনেরই)	না
৭.৩ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি বিপদজনক রাসায়নিক এবং/বা বস্তু তৈরি, কেনা-বেচা, ছড়ানো এবং/বা ব্যবহারে জড়িত থাকবে ? প্রকল্পে কি আন্তর্জাতিক ভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে বা ব্যবহার করা হয়না এমন রাসায়নিক বা বস্তু ব্যবহারের পরিকল্পনা আছে? উদাহরণ- ডিডিটি, পিসিবি এবং অন্যান্য রাসায়নিক যা স্টকহোম, মন্ট্রিল প্রটোকলের মত আনত্মর্জাতিক কনভেনশনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।	না
৭.৪ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি পরিবেশ ও মানুষের **স্বাস্থ্যের** প্রতি বিরূপ প্রভাব রাখার আশংকা আছে এমন কীটনাশক ব্যবহার করবে ?	না
৭.৫ প্রকল্পে কি এমন কোন অংশ আছে যার জন্য প্রচুর পরিমানে কাচামাল, শক্তি এবং/বা পানি ব্যবহারের প্রয়োজন হবে ?	না